দৈনিক ইনকিলাব

23

তারিখ 16 APR 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এককালীন আর্থিক সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এককালীন আর্থিক সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য করায় গতকাল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল জাতীয় সংসদে যে প্রশ্নোত্তরের কপি সরবরাহ করা হয়, সেখানে দেখা যায়, চলতি অর্থ বছরে এককালীন' সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ৬৪টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টিই পঞ্চগড় জেলার। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের জনাব আ স ম ফিরোজ পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার জন্য ডেপুটি স্পীকারের অনুমতি নিয়ে সর্বপ্রথম এই বিষয়টির ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল, এমনকি সরকারী দলেরও কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। আওয়ামী লীগের সদস্যগণ অভিযোগ করেন যে, শিক্ষামন্ত্রী সরকারী অর্থ বরাদ্দ করতে গিয়ে তাঁর নিজ উপজেলার জন্য যেভাবে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, তাতে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাই শুধু নয়; বরং জবাবদিহিমূলক সংসদীয় ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হবে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফর রহমান খানের নিজ নির্বাচনী এলাকায় অন্যান্য এলাকা অপেক্ষা মাত্রাতিরিক্ত গম বরাদ্দ নিয়েও সংসদে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের জনাব তোফায়েল আহমদ বলেন, মন্ত্রীরা যদি এভাবে নিজ নিজ এলাকার জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত রাখেন, তবে ক্ষমতাসীন সরকার শিগগিরই সমগ্র জনতার আস্থা হারাবে। আওয়ামী লীগের জনাব মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "পঞ্চগড় থেকে বিএনপি'র মনোনয়ন পেয়ে মীর্জা গোলাম হাফিজ নির্বাচিত হয়ে এসেছেন।

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সংসদে ক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনাব জমির উদ্দিন সরকার সেখান থেকে মনোনয়ন না পেলেও পরবর্তীতে তাঁকে খুশী করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার মন্ত্রী করেছেন এবং উপ-নির্বাচনে ঢাকা থেকে মনোনয়ন দিয়ে তাঁকে জিতিয়েও নিয়েছেন। জনাব সরকারের দৃষ্টি এখন পঞ্চগড়ে। আমার মতো বয়সে প্রবীণ মীর্জা হাফিজ মারা গেলে ভবিষ্যতে তিনি যাতে সেখান থেকে মনোনয়ন পেয়ে জিতে আসতে পারেন, সেই মতলবেই এখন পঞ্চগড় প্রীতিতে লিপ্ত হয়েছেন।"

বিরোধী দলের চীফ হুইপ জনাব মোহাম্মদ নাসিম বলেন: শিক্ষামন্ত্রীর এলাকাপ্রীতির এই ঘটনায় সরকারী দলের সদস্যরাও আজ ক্ষুব্ধ। পাঁচ বছর যদি শিক্ষামন্ত্রী এই নীতিমালা অব্যাহত রাখেন তবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থারই বারটা বাজিয়ে ছাড়বেন। তিনি মন্ত্রীকে স্বজন-প্রীতি, জেলাপ্রীতি ও এলাকাপ্রীতি পরিত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থের প্রতি নজর দেয়ার আহবান জানালে সরকারী দলের কোন কোন সদস্যও টেবিল চাপড়িয়ে সমর্থন করেন। আওয়ামী লীগের কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী তীব্র ক্ষোভের সাথে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বজন-প্রীতি ও জেলাপ্রীতি বন্ধের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বিরোধী দলের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে বলেন: পঞ্চগড় আমার জন্ম— একথা সত্য। তবে ১৯৫১ সাল থেকেই আমি ঢাকায় বসবাস করে আসছি। পঞ্চগড় আমার নির্বাচনী এলাকা নয়— আমার নির্বাচনী এলাকা ঢাকার ধানমণ্ডি-মোহাম্মদপুর। সুতরাং পঞ্চগড়ে বেশী বরাদ্দের কারণে আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত নির্বাচনী এলাকাপ্রীতি, অভিযোগটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়নি—, মাত্র শুরু হয়েছে। আমরা তো আরো ৫ বছর আছি। পর্যায়ক্রমে সকল এলাকায়ই অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এই সময় মন্ত্রী আরো কিছু বলতে চাইলেই বিরোধী দলের সদস্যদের তুমুল হৈ চৈয়ের কারণে তাঁর বক্তব্য অর্থহীন ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে যায়।

পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় ডেপুটি স্পীকার জনাব হুমায়ুন খান পন্নী উপনেতা প্রফেসর এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেন। উপনেতা তাঁর বক্তব্যে বলেন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এলেই আজ কোন ভুল-ভ্রান্তি হলেও আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়। যদি আমাদের কোন ভুল-ভ্রান্তিও হয় তবে, অবশ্যই তা সংশোধন করা হবে। তিনি রসিকতা করে বলেন, জনাব সরকারের নির্বাচনী এলাকা পঞ্চগড় নয়— ঢাকা। কাজেই পঞ্চগড় জেলায় বেশী বরাদ্দ করার